দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 FEB 2008 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪ .....

শিক্ষাঙ্গনে একুশের অনুষ্ঠান

একুশে ফেব্রুয়ারি অবিস্মরণীয় একটি দিন। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনের অধিবেশনে এ দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ভাষাশহীদদের সেই সুমহান আত্মত্যাগ আমাদের প্রেরণা যোগায় সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পথে অগ্রসর হয়ে আরও মহৎ কিছু অর্জন করতে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, দেশের অধিকাংশ শিক্ষাঙ্গনে আজকাল একুশে ফেব্রুয়ারি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করার দৃশ্য চোখে পড়ে না। কেবল দায়সারাভাবে একুশের প্রত্যূষে নিজ নিজ প্রাঙ্গণের শহীদমিনারে কিছু ফুল বিছিয়ে নতুবা এর বেদীমূলে গুটিকয়েক উৎসাহী ব্যক্তি পুষ্প দেবার মধ্য দিয়েই দিনটিকে স্মরণ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রতি অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ আগ্রহ প্রকাশ করেন না। ফলে ভাষা আন্দোলনের বিস্তৃতি শিক্ষার্থীদের জীবনে রেখাপাত করে না। সেদিন টিভিতে 'ও' লেভেলে পড়ুয়া এক শিক্ষার্থীর একুশে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে ধারণার বহর দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি। অথচ মহান ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিত-পটভূমি ও এর গৌরবগাথার বেদনাবিদুর ইতিহাসের সঙ্গে ছাত্রসমাজের সার্থক পরিচিতির যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। কেননা একুশের অর্জন থেকে শিক্ষা নিয়ে আজকের ছাত্রসমাজই আগামীদিনে জনগণের ন্যায্য অধিকার সুসংহত করে জাতিকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দেবে।

আমরা যখন সত্তর দশকে স্কুলের ছাত্র ছিলাম, তখন ফেব্রুয়ারি মাস হাজির হলেই অন্যরকম তাড়না অনুভব করতাম। একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটিকে কিভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত এক সফল অনুষ্ঠানে রূপ দেয়া যায়, সেদিকে ছাত্র-শিক্ষক মহলে আন্তরিকতার কোনো কমতি ছিল না। এমনকি এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেয়া হলে অভিভাবকসহ বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষও স্বপ্রণোদিত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। শিক্ষার্থীদের ব্যবস্থাপনায় মাটির ব্যাংকগুলোতে রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে বসে সাধারণ মানুষ সোৎসাহে চাঁদা দিতেন। সেই চাঁদার টাকায় একুশের অনুষ্ঠান অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে উদযাপন করা হতো। স্কুলের অডিটোরিয়ামে একুশ প্রসঙ্গে প্রবন্ধ, উপস্থিত বক্তৃতা, আবৃত্তি, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি প্রতিযোগিতার উপভোগ্য আয়োজনে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দ্বারা শিক্ষাঙ্গন মুখরিত হতো। এছাড়াও ওয়াল ম্যাগাজিন, সুভেনির প্রকাশ করার মাধ্যমে সহ-শিক্ষা কার্যক্রম চর্চায় শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও মননশীলতার বিকাশ ঘটতো। আজকাল সেই তৎপরতা যেন হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদায় অভিসিক্ত হওয়ায় একুশের উপলব্ধি তো আরও প্রকট হওয়ার কথা এবং সর্বস্তরে অধিকতর উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রত্যাশা করা যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং একুশের তাৎপর্য তুলে ধরে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাব-গাম্ভীর্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন ও সৃষ্টিশীল প্রকাশনার মধ্য দিয়ে একুশের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হোক–সকল শিক্ষাঙ্গনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

এ কে এম মন্নান কবীর,
ই-১/১৩ পোস্টাল কোয়ার্টার (পিটিসি কম্পাউন্ড), তেজগাঁও, ঢাকা ১২০৮।